কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার বিচারক্ষেত্র

(আপিল বিভাগ)

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়

২০১৬ সালের সি. আর. আর ২৭৯৮

বালবিনা ট্যান্ডন ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী সন্দীপন গাঙ্গুলি, প্রবীণ আইনজীবী,
	: শ্রী বিশ্বজিৎ মান্না।
ও. পি নং ২-এর জন্য	: শ্রী অভিক ঘটক
	: শ্রী ফাহাদ ইমাম।
রাজ্যের জন্য	: শ্রী প্রসূন কুমার দত্ত,
	: শ্রী সুব্রত রায়

শুনানি শেষ হয়েছেঃ **০৪/০৪/২০২৩**

রায়ঃ **২৮/১১/২০২৩**

<u>বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়-</u>

১. আবেদনকারীরা হলেন যথাক্রমে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এবং অন্যান্য বৈবাহিক সম্পর্কীয় ব্যক্তি, যারা আসানসোল উত্তর থানা মামলা নং 247/2015 তারিখের 01.12.2015, ধারা 306/34 আইপিসি অনুসারে মামলা বাতিল করার জন্য এই আদালতের আদেশ চাওয়ার জন্য 1973 সালের ফৌজদারি দণ্ডবিধির 482 ধারার অধীনে বর্তমান সংশোধনী আবেদন করেছেন। সংযুক্ত জি.আর. মামলা নং হল জি.আর. 2816, 2015 সালের ,

আসানসোলের অতিরিক্ত মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন। ০১.১২.২০১৫ তারিখে হরজিন্দর সিং কর্তৃক দায়েরকৃত এফআইআরের মূল বিষয় নিম্নরূপ হবে:-

তথ্যদাতা নিজেকে ইন্দরপাল সিংয়ের মৃত ছোট ভাই বলে ঘোষণা করে। ইন্দরপাল সিং নিজেই গোবিন্দপুরে অবস্থিত পরিবারের একটি আবাসিক বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন, জুবিলি পেট্রোল পাম্পের কাছে, পোস্ট অফিস আসানসোল, পুলিশ স্টেশন আসানসোল (উত্তর), জেলাঃ বর্ধমান। তিনি ২৯.১১.২০১৫ এ প্রায় সকাল ১১.০০ টাতে আত্মহত্যা করেছেন। তথ্যদাতা এফআইআরে অভিযোগ করেছেন যে বর্তমান আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত গুরুতর মানসিক নির্যাতনের কারণে এবং তারা ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করার কারণে ভুক্তভোগী তার জীবনের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। তার এফআইআরের তথ্যদাতা এবং তদন্তের সময় তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগীর রেখে যাওয়া আত্মহত্যা নোট'-এর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছে,তার মৃত্যুর আগে।

২. উল্লিখিত এফআইআর অনুসারে উপরে উল্লিখিত পুলিশ মামলাটি ছিল নিবন্ধিত এবং তদন্ত করা হয়েছে।

৩. সমস্ত বর্তমান আবেদনকারীকে অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে সাজিয়ে ৩০.০৪.২০১৬ তারিখের চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল, এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে তাদের দ্বারা প্রদত্ত নির্যাতন ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছে এবং এইভাবে বর্তমান আবেদনকারীরা তার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হ্রাস করেছে এবং সমস্ত বর্তমান আবেদনকারীরা ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০৬ এর অধীনে একটি অপরাধ করেছে, তাদের একই উদ্দেশ্য।

৪. এই মামলার আবেদনকারীরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে এফআইআর বা অন্য কোনও উপাদান তাদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের ঘটনা প্রকাশ করবে না। আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গাঙ্গুলি, যিনি আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁর মক্কেলদের পক্ষে অত্যন্ত কঠোরভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে আবেদনকারীদের সরাসরি ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এই মামলায় উপলব্ধ হবে না। তিনি জমা দিন যে আত্মহত্যা করার আগে তথ্য এবং পরিস্থিতি

ভুক্তভোগীর দ্বারা এই গুরুতরতা বা তীব্রতা বিবেচনা করা হবে না কারণ ভুক্তভোগীর কাছে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। তিনি আরও বলেছেন যে ডি-ফ্যাক্টো / প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর অভিযোগকে সমর্থন করার জন্য আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কোনও 'ইচ্ছাকৃত সহায়তা বা কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ' নেই। এটি 'জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী নং ১ তার নাবালক সন্তান সহ' দীর্ঘদিন ধরে ভুক্তভোগীর থেকে আলাদাভাবে বসবাস করছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও সরাসরি যোগাযোগ বা প্রতিদিনের লেনদেন, মিথস্ক্রিয়া বা কোনও যোগাযোগ হয়নি যা 'এমনকি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে আবেদনকারীরা ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করতে পারে।' তিনি বলেন যে 'যা ঘটেছে তার সাথে তার মক্কেলদের কোনও সম্পৃক্ততা কল্পনাও করা যায় না, অন্যথায় এটি দেশের স্থায়ী আইনের পরিপন্থী হবে' ।

৬. শ্রী গাঙ্গুলি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, **এম মোহন বনাম রাজ্য (ডেপুটি পুলিশ সুপার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা) রিপোর্ট করা (২০১১) ৩ এস. সি. সি ৬২৬**-এ, নিম্নলিখিত অংশের উপর নির্ভর করেঃ

"৪৪. প্ররোচনা বলতে একজন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও কাজ করতে সহায়তা করার মানসিক প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অভিযুক্তের পক্ষ থেকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার বা সহায়তা করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে, দোষী সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

একই থেকে, তিনি নিম্নলিখিত অংশের উপরও নির্ভর করেছেনঃ

"৪১. এই আদালত রমেশ কুমারের এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ২০-এ [(২০০১) ৯ এস. সি. সি ৬১৮:২০০২ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১০৮৮] "প্ররোচনা" শব্দের অর্থের বিভিন্ন মাত্রা পরীক্ষা করেছে। অনুচ্ছেদ ২০ নিম্নরূপঃ (এস. সি. সি পৃ. ৬২৯)

"২০. প্ররোচনা হল' একটি কাজ 'করার জন্য প্ররোচনা দেওয়া, প্ররোচনা দেওয়া, উস্কানি দেওয়া, উস্কানি দেওয়া বা উৎসাহিত করা। উস্কানির প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য যদিও এটি প্রয়োজনীয় নয় যে প্রকৃত শব্দগুলি অবশ্যই সেই প্রভাবের জন্য ব্যবহার করা উচিত বা যা প্ররোচনা গঠন করে তা অবশ্যই অগত্যা এবং নির্দিষ্টভাবে ফলাফলের ইঙ্গিতমূলক হতে হবে। তবুও ফলাফলকে উস্কে দেওয়ার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা অবশ্যই বানান করতে সক্ষম হতে হবে। বর্তমানটি এমন কোনো মামলা নয় যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার ক্রিয়াকলাপ বা বাদ দিয়ে বা ক্রমাগত আচরণের মাধ্যমে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে মৃত ব্যক্তির

আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যে ক্ষেত্রে একটি প্ররোচনা অনুমান করা যেতে পারে। **প্রকৃত পরিণতি অনুসরণ করার ইচ্ছা ছাড়াই রাগ বা আবেগের সাথে উচ্চারিত একটি শব্দকে প্ররোচনা বলা যায় না।"**

উক্ত মামলায় এই আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, এমন কোনও প্রমাণ এবং উপাদান পাওয়া যায় না যেখানে আবেদনকারী-অভিযুক্তের সীমা (আপিলকারীর স্ত্রী) দ্বারা আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার একটি অনুমান থেকে অগত্যা আঁকা যেতে পারে।"

৬. আইনের দৃষ্টিতে কী প্ররোচনা হবে তা বিশদভাবে বলার জন্য, আরেকটি রায় **কেরল রাজ্য ও অন্যান্য বনাম এস. উন্নীকৃষ্ণন নায়ার ও অন্যান্যদের** কাছে পাঠানো হয়েছে যা **(২০১৬) ১ সিআর এলআর (এসসি) ৬১৬**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিতটির উপর নির্ভরশীলঃ

"১০. কিশোর লাল বনাম এম. পি. রাজ্য [(২০০৭) ১০ এস. সি. সি. ৭৯৭: (২০০৭) ৩ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৭০১]-এ দুই বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা উপরোক্ত বিধানটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে আলোচনাটি নিম্নরূপঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৭৯৯, অনুচ্ছেদ ৬)

"৬. ভারতীয় দণ্ডবিধি**র ১০৭ ধারায় কোনও কাজে প্ররোচনা দেওয়ার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্ররোচনার অপরাধ** ভারতীয় দণ্ডবিধি**-তে প্রদত্ত একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র অপরাধ। কোনও ব্যক্তি কোনও কাজ করতে তখন প্ররোচিত করে যখন (১) সে কোনও ব্যক্তিকে সেই কাজ করতে প্ররোচিত করে; বা (২) সেই কাজটি করার জন্য কোনও ষড়যন্ত্রে এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে জড়িত থাকে; বা (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ বা অবৈধ বাদ দিয়ে সেই কাজটি করতে সহায়তা করে। অপরাধ হিসাবে প্ররোচনা সম্পূর্ণ করার জন্য এই জিনিসগুলি অপরিহার্য। 'প্ররোচনা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ কোনও কাজ করার জন্য প্ররোচিত করা, প্ররোচিত করা, প্ররোচিত করা বা প্ররোচিত করা।ধারা ১০৭-এর তিনটি ধারায় যেমন বলা হয়েছে, প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা ইচ্ছাকৃত সহায়তার মাধ্যমে প্ররোচনা দেওয়া যেতে পারে। ধারা ১০৯-এ বলা হয়েছে যে, যদি প্ররোচনার ফলস্বরূপ প্ররোচনা দেওয়া কাজটি করা হয় এবং এই ধরনের প্ররোচনার শাস্তির কোনও বিধান না থাকে, তবে অপরাধীকে মূল অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তিতে শাস্তি দিতে হবে। ধারা ১০৯-এ 'প্ররোচিত' মানে নির্দিষ্ট অপরাধকে প্ররোচিত করা। অতএব, যে অপরাধের জন্য কোনও ব্যক্তিকে প্ররোচনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তা সাধারণত প্রমাণিত অপরাধের সাথে যুক্ত থাকে।"**

৭. শ্রী গাঙ্গুলির মতে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, (২০১৯) ১০ এস. সি. সি ১৮৮-এ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রতিবেদন করা হয়েছেঃ

"১২. রমেশ কুমার বনাম ছত্তিসগড় রাজ্য [রমেশ কুমার বনাম ছত্তিসগড় রাজ্য, (২০০১) ৯ এস. সি. সি. ৬১৮:২০০২ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ১০৮৮] রায়ে এই আদালত ধারা ৩০৬ এর সুযোগ বিবেচনা করেছে এবং

ভারতীয় দণ্ডবিধির **১০৭ ধারাতে** বর্ণিত উপাদানগুলি প্ররোচনার জন্য প্রয়োজনীয়। "প্ররোচনা" শব্দটি ব্যাখ্যা করার সময়, এটি অনুচ্ছেদ **২০**-এ নিম্নরূপ রাখা হয়েছে: **(এস. সি. সি. পৃ. ৬২৯)**

"২০. প্ররোচনা হ'ল "কোনও কাজ" করার জন্য প্ররোচনা দেওয়া, প্ররোচনা দেওয়া, উস্কানি দেওয়া বা উৎসাহিত করা। উস্কানির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য যদিও এটি প্রয়োজনীয় নয় যে প্রকৃত শব্দগুলি অবশ্যই সেই প্রভাবের জন্য ব্যবহার করা উচিত বা যা প্ররোচনা গঠন করে তা অবশ্যই অবশ্যই এবং নির্দিষ্টভাবে ফলাফলের ইঙ্গিত দিতে হবে। তবুও ফলাফলকে উস্কে দেওয়ার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা অবশ্যই বানান করতে সক্ষম হতে হবে। বর্তমানটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে অভিযুক্ত তার কাজ বা বাদ দেওয়া বা আচরণের অব্যাহত ধারা দ্বারা এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যে মৃত ব্যক্তির আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প অবশিষ্ট ছিল না যার ক্ষেত্রে প্ররোচনা অনুমান করা যেতে পারে।প্রকৃত পরিণতি অনুসরণ করার অভিপ্রায় ছাড়াই রাগ বা আবেগের সাথে উচ্চারিত একটি শব্দকে প্ররোচনা বলা যায় না।"

৮. অন্য দুটি রায়, অর্থাৎ সোহন রাজ শর্মা বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০৮) ২ সিআর এলআর (এসসি) ১৭৪ এবং সোন্তি রাম কৃষ্ণ বনাম সোন্তি শান্তি শ্রী ও আনরে (২০০৯) ১ সিআর এলআর (এসসি) ২৩৪-এ প্রকাশিত রায়গুলিও নির্ভর করে বলা হয়েছে যে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে অভিযোগের ক্ষেত্রে আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তাবটি হ 'ল আত্মহত্যা করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উস্কানির প্রমাণ থাকতে হবে। (সোহন রাজ উপরে) স্বামী মৃত স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন এই সত্যকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়নি। এছাড়াও, কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই রাগ বা আবেগের বশে এই শব্দটি উচ্চারণ করা হয়েছে, তাকে (সোনতি শান্তি শ্রী উপরে) উস্কানি বলা যাবে না।

৯. এই পরিস্থিতিতে, শ্রী গাঙ্গুলি বলেছেন যে এই মামলায় তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে বিচার চালিয়ে যাওয়া কেবল আদালত প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার হবে, যা সংযত করতে হবে।

১০. তবে শ্রী দত্তের প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রপক্ষ আবেদনকারীদের যুক্তি এবং প্রার্থনার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। রাষ্ট্রের বর্মটি মূলত ভুক্তভোগীর চার পৃষ্ঠার দীর্ঘ 'আত্মহত্যা নোট' দিয়ে পূর্ণ। একই নোটের উল্লেখ করে শ্রী দত্ত বলেছেন যে মৃত্যুর আগে বেদনার্ত ভুক্তভোগীর দ্বারা এতে করা প্রকাশ, যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়, তবুও এটি প্রতিটি আবেদনকারীর উপরোক্ত অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে।

বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, 'সুইসাইড নোট' যথেষ্ট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে আবেদনকারীরা এবং তাদের প্রত্যেকেই কীভাবে তাদের নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার জন্য দায়ী করেছেন। এই পর্যায়ে, যখন বিচার আদালত অপরাধের বিষয়টি আমলে নিয়েছে এবং বিচার শুরু হতে চলেছে, শ্রী দত্তের মতে, মামলার বিচারে যাওয়ার জন্য আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত উপাদান থাকায়, বিশেষ করে ভুক্তভোগীর 'সুইসাইড নোট'-এর পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ নেই।

১১. শ্রী দত্ত নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ-

(i) চিত্রেশ কুমার চোপড়া বনাম রাজ্য (দেথি এন. সি. টি-র সরকার), (২০০৯) ১৬ এস. সি. সি ৬০৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে শীর্ষ আদালত 'সুইসাইড নোট' এবং তদন্তের সময় পুলিশের রেকর্ড করা বিবৃতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তারা অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণকে এমন কিছু করার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য এত তীব্র দেখায় যা সে সম্ভবত করতে রাজি ছিল না এবং এইভাবে তার জীবন শেষ করা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি ১০৭ ধারার 'প্রথমত' ধারাটি আকৃষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না।

(ii) সি মুনিয়াপ্পান ও অন্যান্যরা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য সহ ডি. কে রাজেন্দ্রন ও অন্যান্যরা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য, ৯ এস. সি. সি ৫৬৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে যে মামলার তদন্তে কোনও বাধা থাকলেও, উপকরণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা এবং প্রমাণগুলি নির্ভরযোগ্য কিনা তা খুঁজে বের করা আদালতের কর্তব্য।

(iii) কালিকা প্রতাপ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও আন্যান্য, ২০২৩ সালে এস. সি. সি অনলাইন অল ৬৮ শ্রী দত্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যে এফআইআর এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রাথমিক উপাদানগুলির

প্রাপ্যতার উপর, ট্রায়ালটি সত্যের অন্যান্য প্রশ্নগুলির উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত।

১২. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে। একই ঘটনা নিম্নরূপঃ-

"**৩০৬. আত্মহত্যায় প্ররোচনা**-যদি কোনও ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তবে যে কেউ এই ধরনের আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়, তাকে দশ বছর পর্যন্ত মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং জরিমানাও দিতে হবে।"

১৩. ভারতীয় দণ্ডবিধির পঞ্চম অধ্যায়ে প্ররোচনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং এর ১০৭ ধারাটি কোনও কিছুর প্ররোচনা কী হবে তা বোঝার জন্য খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

"**১০৭. একটি জিনিসের প্ররোচনা--** একজন ব্যক্তি একটি জিনিস করতে সহায়তা করে, যিনি-

প্রথম-যে কোনও ব্যক্তিকে সেই কাজটি করতে প্ররোচিত করে; অথবা

দ্বিতীয়ত-সেই কাজটি করার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তির সাথে জড়িত থাকে, যদি সেই ষড়যন্ত্রের অনুসরণে এবং সেই কাজটি করার জন্য কোনও কাজ বা অবৈধ বাদ দেওয়া হয়; অথবা

তৃতীয়ত-ইচ্ছাকৃতভাবে, যে কোনও কাজ বা অবৈধ বাদ দিয়ে, সেই কাজটি করতে সহায়তা করে।

১৪. এই মামলায় আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে উপরে উল্লেখিত অপরাধের উপাদানগুলি কি 'উপলব্ধ' তা নিয়ে আলোচনা করার আগে, এই আদালত মনে করে যে, বিচারিক আদালত বা এফআইআর বাতিল করে কখন এবং কতটা পরিমাণে এই আদালতকে 'ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে' তা পর্যালোচনা করা উচিত। এর জন্য দেশের সাংবিধানিক আদালতের অসংখ্য বিচারিক নজির থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে:-

(i) সর্বোত্তম উদাহরণ হবে হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল [১৯৯২ (১) এস. সি. সি ৩৩৫:১৯৯২ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪২৬],যার প্রাসঙ্গিক নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হবেঃ-

"এই আদালত চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে ফৌজদারি দণ্ডবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার পটভূমিতে এবং ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দিয়েছে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। সুতরাং, এই আদালত এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র নির্ধারণ করা এবং অগণিত ধরণের মামলাগুলিকে একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিতঃ (এসসিসি পৃষ্ঠা ৩৭৮-৭৯, অনুচ্ছেদ ১০২)

"১০২. (১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে সংশ্লিষ্ট কোড বা আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে সংশ্লিষ্ট কোড বা আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

(ii) এরপরে এ. পি. রাজ্য বনাম গৌরীশেট্টি মহেশের মামলাটি (২০১০) ১১ এস. সি. সি ২২৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা বিস্তৃত এবং এর অনুশীলনে তাদের যত্ন ও সতর্কতা প্রয়োজন। হস্তক্ষেপ অবশ্যই সঠিক নীতির উপর হতে হবে এবং বৈধ মামলা দমন করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয়। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিযোগটিতে বর্ণিত অভিযোগগুলি যদি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে অপরাধের বিচার নেওয়া হয়েছে তা গঠন না করে তবে এটি হাইকোর্টের উপর নির্ভর করে যে তিনি কোডের ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একই।

(iii) (২০০৯) ৭ এস. সি. সি ৪৯৫-এ রিপোর্ট করা দেবেন্দ্র বনাম ইউ. পি. রাজ্যের ক্ষেত্রে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"২৪. আইনের উপরোক্ত প্রস্তাবনাগুলি নিয়ে কোনও বিরোধ নেই। তবে, এখন এটি সুনিশ্চিত যে হাইকোর্ট সাধারণত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে যদি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগগুলি, যদিও তা সম্পূর্ণরূপে সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, কোনও অপরাধ না করে। যখন প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগ বা তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণগুলি কোনও অপরাধের উপাদানগুলিকে সন্তুষ্ট না করে, তখন উচ্চ আদালতগুলি কোনও ফৌজদারি আদালতে কোনও ব্যক্তির হয়রানিকে উৎসাহিত করবে না।"

(iv) সবশেষে, এই আদালত জান্ডু ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড বনাম মহম্মদ শারফুল হক (২০০৫) ১ এস. সি. সি ১২২-এ মামলার কথা উল্লেখ করতে পছন্দ করে রিপোর্ট করেছেন,প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"৮........ অন্যায়ের কারণ হতে পারে এবং ন্যায়বিচারের অগ্রগতি রোধ করতে পারে এমন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া আদালতের কার্যপ্রণালীর অপব্যবহার হবে। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আদালত যদি মনে করে যে, এই কার্যপ্রণালীর সূচনা/চালিয়া আদালতের কার্যপ্রণালীর অপব্যবহার অথবা এই কার্যপ্রণালী বাতিল করলে ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণ হবে, তাহলে আদালত যেকোন কার্যপ্রণালী বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে। অভিযোগে যখন কোনও অপরাধ প্রকাশ করা হয় না, তখন আদালত তথ্যের প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে পারে। যখন কোনও অভিযোগ বাতিল করার জন্য আবেদন করা হয়, তখন অভিযোগকারী কী অভিযোগ করেছেন এবং অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও কোনও অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উপকরণগুলি পরীক্ষা করা অনুমোদিত।"

১৫. এই বিষয়ে আইনটি নিষ্পত্তি করার জন্য উপরে উল্লিখিত রায়গুলি সহ অন্যান্য রায় রয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এখতিয়ার যদিও বিস্তৃত, তবে যথাযথ যত্ন ও সতর্কতার সাথে এবং তথ্যের কোনও বাহ্যিক বিবেচনার চেয়ে সঠিক নীতির ভিত্তিতে প্রয়োগ করা উচিত। সংগৃহীত এফআইআর/উপকরণগুলি অভিযোগ হিসাবে কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা করে কিনা তা আদালত মূল্যায়ন করবে। আদালত অবশ্যই মূল্যায়ন করার সময় একটি ছোট বিচার পরিচালনা করবে না। যাইহোক, অভিযুক্ত হিসাবে কোনও অপরাধের উপাদানগুলির উপস্থিতি কোনও আদালতকে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধা দেবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা কেবল একটি বিকৃতি। অন্যদিকে এফআইআর এবং কোনও অপরাধ প্রকাশের জন্য উপলব্ধ উপকরণগুলি খুঁজে পাওয়ার পরে, সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বিচারিক আদালত অনুমতি দিতে বাধ্য।

১৬. বর্তমান মামলার তথ্য, যেমন রেকর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছে যে আবেদনকারী নং ১ এবং ভুক্তভোগী বিবাহিত দম্পতি ছিলেন, তাদের বিবাহের বাইরে থেকে একটি কন্যা ছিল। ২০1৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের বিয়ে হয়েছিল। তবে, আবেদনকারী নং ১-কে তার পিতামাতার বাড়িতে আলাদা থাকতে হয়েছিল তার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য জুলাই, ২০১৫ থেকে। এর সংস্করণ অনুযায়ী

আবেদনকারী তাদের সম্পর্ক একেবারে স্বাভাবিক ছিল এবং বৃত্তিতে কিছু অনিশ্চয়তার কারণে ভুক্তভোগী বিষণ্ণ হওয়া ছাড়া অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। আবেদনকারীরা তখন বলেছেন যে এফআইআরে করা অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন এবং কেবল অসত্য।

১৭. উপরন্তু এবং এই বাস্তব দিকটি, ভুক্তভোগীর 'সুইসাইড নোট' সম্পর্কে, আবেদনকারীদের যুক্তি হল যে তাদের পক্ষ থেকে কখনও কোনও চরম আচরণ করা হয়নি যাতে ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত বা প্ররোচিত করা যায়। এটি বলা হয়েছে যে যেহেতু পক্ষগুলি দুটি ভিন্ন জায়গায় বসবাস করছিল, তাই তাদের উস্কানি বা সক্রিয় জড়িত থাকার কোনও সম্ভাবনাও থাকত না যার ফলে আত্মহত্যা করা জন্য উস্কানি দেওয়া হত।

১৮. রাজ্যের পাল্টা যুক্তিগুলি মূলত তদন্তের সময় সংগৃহীত 'সুইসাইড নোট'-এর উপর ভিত্তি করে। সুইসাইড নোটে ভুক্তভোগী তার মৃত্যুর ঠিক আগে বর্ণনা করেছেন কী কারণে তাকে এমন চরম পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করেছে। সেখানে তিনি তাকে মানসিক চাপ, যন্ত্রণা, চাপ এবং ভাঙ্গনের জন্য বর্তমান আবেদনকারীদের সম্পৃক্ততার কথা প্রকাশ করেছেন যে তিনি নিজের জীবন শেষ করাই শ্রেয় মনে করেছেন।

১৯. মামলার বাস্তব দিকগুলি নিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, এই আদালত, উপরে উল্লিখিত সংবিধির বিধানগুলি ছাড়াও, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারার সাথে সংযুক্ত "ব্যাখ্যা ২"-এর দিকেও মনোযোগ দেয়, যা নিম্নরূপঃ

"ব্যাখ্যা ২-যে কেউ, কোনও আইন কার্যকর করার আগে বা সময়, সেই আইন কার্যকর করার সুবিধার্থে কিছু করে এবং এর মাধ্যমে তা কার্যকর করতে সহায়তা করে, তাকে সেই আইন কার্যকর করতে সহায়তা করা বলা হয়।"

২০. এই আদালত মূল্যায়ন করবে যে এফআইআর এবং রেকর্ডে থাকা অন্যান্য উপকরণগুলি প্রাথমিকভাবে একটি অপরাধ গঠন করেছে, যেমন অভিযোগ করা হয়েছে বা অভিযোগগুলি তৈরি, এমনকি যদি তাদের মুখ মূল্যে নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়, আসামীদের বিরুদ্ধে

কোন মামলা করতে ব্যর্থ হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন আমলযোগ্য মামলা প্রকাশ করা হয়েছে কি না বা করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক বা অসম্ভাব্য যে অন্তর্নিহিতভাবে, বা মারাত্মক নোংরামি বা বিদ্বেষে কলঙ্কিত, যেগুলির একটি বিচক্ষণ বোঝাপড়া থাকতে পারে না, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২১.সংবিধানে বিধান করা হয়েছে যে কোনও নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য যে কোনও ব্যক্তিকে প্ররোচিত করা আইনের চোখে প্ররোচনা হিসাবে বিবেচিত হবে। কোনও ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট কাজ করতে সহায়তা করেছেন বলে বলা হবে, যদি উক্ত আইনটি করার আগে বা সময় তিনি সেই আইনটি কার্যকর করার সুবিধার্থে কিছু করেন এবং এর ফলে প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় কমিশনকে সহজতর করে তোলে উক্ত আইনের।

২২. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভুক্তভোগীর সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। তিনি একজন যুবক ছিলেন, ২০১৪ সালে আবেদনকারী নং ১-এর সাথে বিবাহিত হয়েছিলেন এবং একটি কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছিলেন। কোনও কারণে, তাকে আবেদনকারী নং ১ এবং সন্তানের থেকে আলাদা থাকতে হয়েছিল, কারণ তাদের বিয়ের প্রায় দেড় বছর পর। এমনকি তিনি তার আত্মীয়দের সাথেও থাকতেন না - বরং তার পরিবারের একটি সম্পত্তিতে একা দিন কাটাতেন, যতক্ষণ না তিনি ২৯.১১.২০১৫ তারিখে সেখানে আত্মহত্যা করেন। ২০১৫ সালের জুলাই মাস থেকে তিনি তার স্ত্রী এবং সন্তানের সাথে আলাদাভাবে বসবাস শুরু করার প্রায় পাঁচ (৫) মাস পরে এটি ঘটেছিল। আবেদনকারীদের মতে, তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি এবং ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের কোনও প্ররোচনা বা সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। তারা বলে যে, যদি কোনও কারণে, ভুক্তভোগী জীবনের চাপ সহ্য করতে অক্ষম হন, তাহলে তাদের সেই চাপে কোনওভাবেই জড়িত থাকার সুযোগ থাকবে না এবং তারা এমন কোনও পরিস্থিতিতে অবদান রাখেননি যেখানে ভুক্তভোগীর আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই বলে মনে করা যেতে পারে।

২৩. 'সুইসাইড নোট', যা বিদায়ী আত্মার শেষ সাক্ষ্য, অবশ্যই পূর্ববর্তী দিন এবং ঘটনাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে কথা বলবে, যেটি নিঃসন্দেহে, এটি

একটি নথি যা প্রাথমিকভাবে দেখার জন্য বিবেচনা করা প্রয়োজন যে এটি একটি নথি যা কিনা ভুক্তভোগীকে প্ররোচিত করে বা নির্দিষ্ট কিছু কাজের মাধ্যমে তার আত্মহত্যার সুবিধা দিয়ে যেকোন প্রকারে আবেদনকারীর সম্পৃক্ততা দেখায়।

২৪. নোটটি মৃতের একটি ঘোষণা দিয়ে শুরু হয় যে, সে তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আত্মহত্যা করবে। একই কথার পরে অন্য বক্তব্যও এসেছে যে, তার জন্য তার স্ত্রী ও কন্যা মৃত ব্যক্তির মত। তিনি বলেছেন যে তারা যেন তার জানাজায় অংশ না নেয়। তারপরে, পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে তার অনুরোধ, তার পিতামাতার যথাযথ যত্ন নেওয়ার জন্য। তিনি তার শেষ ইচ্ছা লিখে রেখেছেন যে তার শেষকৃত্য তার বড় বোনের ছেলের দ্বারা করা হোক। তিনি আরও বলেন যে তার মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। এরপর তিনি রাজমিস্ত্রিকে কিছু টাকা পরিশোধ করার কথা উল্লেখ করেন এবং সবার জন্য সুখ কামনা করেন।

আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে, উক্ত 'নোট'-এর অংশগুলির উপর যথেষ্ট নির্ভরতা রাখা হয়েছে যেখানে মৃত ব্যক্তি লিখেছেন যে তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আত্মহত্যা করেছেন এবং তিনি নিজেই দায়ী।

২৫. তবে, এই মামলায় উদ্ধার হওয়া 'সুইসাইড নোট' কে উক্ত ব্যক্তির আত্ম-নিন্দার একটি সহজ ঘোষণা হিসাবে দেখা যায় না। এটি প্রাথমিকভাবে ব্যক্তির আবেগের কিছু অন্যান্য ছায়াও প্রকাশ করে, যা কোনওভাবেই দুর্বল করা যাবে না।

তিনি লিখেছেন যে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁর কাছে মৃত ব্যক্তির মতো, এবং তাদের তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। উক্ত 'নোট'-এর শেষে মৃত ব্যক্তি লিখেছেন যে তাঁর স্ত্রী বা সন্তান সহ তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কের কাউকে মৃতদেহ দেখতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি কথ্য ভাষায় প্রতিশ্রুতি যোগ করে তাঁর এই ইচ্ছার উপর জোর দেন [আপনে ভাই দি কাসম]। সবশেষে তিনি লেখেন যে, তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আত্মহত্যা করেন না, বরং চাপের কারণে আত্মহত্যা করেন তার বৈবাহিক পরিবারের দ্বারা আক্রান্ত এবং তার স্ত্রী, শাশুড়ি,

শ্বশুর এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এর জন্য দায়ী [আমি নিজের ইচ্ছায় মরছি না, বরং আমার শ্বশুরবাড়ির চাপের কারণে। আমার পুত্রবধূ, আমার শাশুড়ি, আমার শ্বশুর এবং তার পরিবার এর জন্য দায়ী।]

মৃত ব্যক্তির উপান্তীয় বিবৃতি আবেদনকারীদের জড়িত করেছে এবং এই পর্যায়ে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য যথেষ্ট-উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। মৃত ব্যক্তি একই নোটে ভিন্নভাবে লেখেন। বিচারের সময় এর সাক্ষ্যমূলক মূল্য বিবেচনা করা হবে। এই পর্যায়ে, আইনের আদেশ অনুসারে, এই আদালত দেখছে যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে কি না অভিযোগগুলি অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব।

একজন ব্যক্তি, তার মৃত্যুর ঠিক আগে তার প্রকৃত উপলব্ধিগুলি তার মৃত্যুর পরে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করতে দিতেন এবং তাই তিনি লেখেন। এই ক্ষেত্রে, যদিও প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিটি উল্লেখ করেছেন যে তার মৃত্যুর জন্য অন্য কোনও ব্যক্তি দায়ী নয়, তবে একই সাথে পরের বাক্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তার স্ত্রী বা সন্তানকে তার মৃতদেহ দেখতে দেওয়া উচিত নয়। সুইসাইড নোটের শেষ অংশটি শেষ পর্যন্ত পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তাঁর লেখার কারণ প্রকাশ করে।

এই সমস্ত বিষয়গুলি একমাত্র এই সত্যকে উদ্‌বুদ্ধ করছে যে, এই মামলায় আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে একটি আমলযোগ্য মামলা প্রাথমিকভাবে তৈরি করা হয়েছে, রেকর্ডে উপলব্ধ উপকরণগুলির দ্বারা, এই মামলাটি বিচারের জন্য উপযুক্ত এবং ফৌজদারি মামলা বাতিল করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি উপলব্ধ নয়, আবেদনকারীদের অনুরোধ অনুযায়ী।

২৬. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে নির্ভর করা রায়গুলি আলাদা করা যায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতেঃ-

সোহান রাজ শর্মার (উপরে উল্লিখিত) মামলাটি এই কারণে আলাদা করা যায় যে, আদালত সেসিনে থাকাকালীন এটি প্রদান করা হয়েছিল, আপিলকারীর দোষী সাব্যস্তকরণকে চ্যালেঞ্জ করে একটি আপিলের বিষয়ে।

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে যে মানদণ্ডের সাথে উপকরণ/প্রমাণগুলিকে ওজন করতে হবে, অর্থাৎ, বিচার শেষ হওয়ার পরে, আদালতের চূড়ান্ত রায়, তার চূড়ান্ততার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন,এমন একটি পর্যায়ে যখন অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বাতিলের জন্য আসতে পারে, শুধুমাত্র এফআইআর দায়ের করার পরে বা এমনকি তদন্তের সময় বা পরে।প্রাক্তনটির জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণের প্রয়োজন হবে, যেখানে বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক উপাদানগুলি উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট হবে।

সোন্তি রাম কৃষ্ণের মামলাটি (উপরে) তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়। মূল অভিযোগটি হ 'ল ভুক্তভোগীর নৈতিকতাকে হ্রাস করে অবমাননাকর ভাষার মাধ্যমে অপমান ও উস্কানি দেওয়া। বর্তমান মামলার মতো তদন্ত বা বিচারে অংশ নেওয়ার জন্য কোনও সুইসাইড নোট ছিল না। আবেদনকারী আবেদনকারীর সাথে আলাদা থাকার কারণে ভুক্তভোগী যে চাপ ও যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তার আকারে তাত্ক্ষণিক মামলার সাদৃশ্য রাখার চেষ্টা করেছেন, যা আবেদনকারী/অভিযুক্তের মতে, আবেদনকারীর দ্বারা কোনও প্ররোচনা বা উস্কানি হিসাবে অভিহিত করা যায় না তবে যা শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগীর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির জন্য ট্রিগার ফ্যাক্টর হতে পারে।যাইহোক, এর বিপরীতে, বর্তমান ক্ষেত্রে, এই পর্যায়ে, ভুক্তভোগীর 'সুইসাইড নোট' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দেখায় যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে।

এম. মোহন (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট একটি আপিলে রায় ঘোষণা করে, হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে একটি মামলায়, যেখানে হাইকোর্ট ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৪৯৮এ এবং ৩০৪বি-র অধীনে এফআইআর বাতিল করার এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০৬-এর অধীনে একটি অপরাধের তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। তথ্যের ক্ষেত্রে, দেখা যায় যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কারণ যৌথ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় নির্যাতিতাকে অপব্যবহার ও বৈষম্যমূলক আচরণের দ্বারা অবজ্ঞা করা এবং অপমান করা। প্রসিকিউশনের মামলা কখনও সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে করা হয়নি।

এস. উন্নিকৃষ্ণান নায়ারের মামলায় (উপরে) ভুক্তভোগীর একটি সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়েছিল। এই মামলাটি তথ্যের ভিত্তিতেও স্পষ্ট, কারণ ভুক্তভোগীর পেশাদার ক্ষেত্র, অভিযুক্ত পেশাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সমবয়সীদের চাপ, প্রতিযোগিতা এবং পেশাদার জগতের রাজনীতির পেছনের কারণ ছিল। অপরাধের উপাদানগুলি উপস্থিত আছে কিনা তা মূল্যায়ন করার সময়, পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে কোনও ঘটনার বাস্তব পটভূমি পেশাদার কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধরনের বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরো মানসিক খেলা এবং বাহ্যিক স্বভাব পরিবর্তিত হয়।

ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডুর মামলা (উপরে) এই কারণে আলাদা করা যায় যে মামলাটি ভুক্তভোগীর কোনও সুইসাইড নোটের উপর ভিত্তি করে নয়। অভিযোগটি অপব্যবহারের এবং অপমান ভুক্তভোগী আত্মহত্যার কারণ হতে।

২৭. ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারার 'ব্যাখ্যা-২'-এ আরও একবার ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। সেই আইনটি কার্যকর করার সুবিধার্থে পূর্ববর্তী যে কোনও সময়ে ভূমিকা পালনকারী একজন সহায়তাকারী সেই আইনটি করতে সহায়তা করেছেন বলে মনে করা হবে। সুইসাইড নোটের উপান্ত অংশটি প্রাথমিকভাবে উক্ত বিধানের প্রাসঙ্গিকতা বহন করবে, প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পরে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রয়োজন হবে এবং বিবেচিত।

২৮. যেহেতু প্রাথমিকভাবে উপাদান খুঁজে পাওয়ার পরে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বিচারকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের বাধ্যবাধকতা এবং এই ক্ষেত্রে যেমন উপরে আলোচনা করা হয়েছে, বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষত ভুক্তভোগীর 'সুইসাইড নোট' আকারে দৃঢ় প্রাথমিক উপাদান উপলব্ধ রয়েছে। এই মতামতের আদালত যে আবেদনকারীদের জন্য বাতিল করার আদেশ সুরক্ষিত করার জন্য পর্যাপ্ত এবং দৃঢ় ত্রুটি নেই প্রক্রিয়া, যেমন প্রার্থনা করা হয়েছে। অতএব বর্তমান মামলাটি ব্যর্থ হওয়া উচিত।

২৯. ২০১৬ সালের সিআরআর 2798, যদি কোনও আবেদন থাকে, তার সাথে খারিজ করা হচ্ছে।

৩০. যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে এই মামলার তদন্ত ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, তাই বিচারিক আদালতকে অবিলম্বে মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য এগিয়ে যেতে দিন, যদি এখনও পর্যন্ত তা করা না হয় এবং এই আদেশের অনুলিপি পাওয়ার তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে বিচার শুরু করতে দিন। বিচারিক আদালতকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, কোনও পক্ষকে অপ্রয়োজনীয় স্থগিতাদেশ না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচার শেষ করুন। উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, মামলার বিচার চলাকালীন বিচারিক আদালত স্বাধীনভাবে এবং এই রায়ে এই আদালতের কোনও সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৩১. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

ডিজিটালি স্বাক্ষরিত

রাই চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

তারিখঃ ২০২৩.১১.২৮

১৩:৪৪:৪২ + ০৫'৩০'

(বিচারপতি, রাই চট্টোপাধ্যায়**)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal